



Gillette ক্লিনিক

(যারা এর ভেতর দিয়ে গেছে তাদের চোখে)

“ক্লিনিক রোগীদের সারিয়ে তোলে। যত্নশীল সমাজ মানুষের পাশে দাঁড়ায়।”

I. ক্লিনিক

মনে পড়ে, মা বলতেন, ১৯৬০-এর দশকে তিনি যখন আমাকে জন্ম দিতে চলেছেন, তখন ক্লিনিক ছিল হাতে গোনা আর হাসপাতাল ছিল অসুস্থদের জন্য; তাই কাজটার জন্য তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সাধের সেরা জায়গাটা: নিজের বাড়ি, নিজের বিছানা।

আমি জন্মাতেই সেখানে ছিল এক মহিলা, যাকে সবাই দাই বলে ডাকত; সে মাকে বলল, আমি বেশ ভালোই হয়েছি — আর মা যদি আমাকে না চান, তবে সে-ই আমাকে নিজের বাড়ি নিয়ে যাবে।

মা এক চাউনিতেই তাকে ভস্ম করে দিলেন। কিন্তু দাই হয়তো জানত না যে আমি কখনও শুধু একজন নারীর হব না, হব সেই সব নারীর, যাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে; আর কুড়ি বছর পরে আমি তার বাড়ি গিয়েছিলাম। আমি এক কথার মানুষ। তাকে নিরাশ করতে পারিনি।

এই সূচনা সাহিত্যিক শ্লেষ নয়, ঠাট্টাও নয়। এর মানে একটাই: জায়গা হিসেবে ক্লিনিক নতুন। মিশরীয়দের কাছ থেকে তা আমাদের হাতে আসেনি, আসিরীয় বা ব্যাবিলনীয়দের কাছ থেকেও নয়। এ শুধু এমন এক স্বাস্থ্যব্যবস্থার ফসল, যা রোগকে বানিয়েছে ব্যবসা আর নিজের ওষুধকে বানিয়েছে ব্র্যান্ড।

হাসপাতালের জায়গা নিতে সে কখনও চায়নি, হাসপাতাল আজও একটা প্রতিষ্ঠান; তবু রোগীকে সে বরাবর বিশ্বাস করিয়েছে যে টাকা দিলে আরও বেশি পাওয়া যায় — সেরাটা পাওয়া যায়।

কিছু জায়গা একটা কাজ সারে। অন্য কিছু জায়গা হয়ে ওঠে একটা সম্ভাবনা।

সেদিন আমার শহরে ক্লিনিকটার উদ্বোধন: এ ধরনের প্রথম, যা একটা সম্পূর্ণ তালিকা দিতে পারত, গোটা চিকিৎসাশাস্ত্রটাই ধরতে পারত, অন্তত প্রাথমিক স্তরের — সাধারণ মানুষের চিকিৎসা, বলা যায়।

তিনজন প্রধান চিকিৎসক নিয়োগ করা হল, চিকিৎসার কাঠামোটা যাঁদের গড়ার কথা। ডাক্তার নিয়োগের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর তাঁরা একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে বসলেন, বাছাইটা কীভাবে হবে তা নিয়ে মত বিনিময় করতে।

এরপর যা লিখছি, তা সত্য হিসেবে নয়, নোয়ার হিসেবে — আমাকে বলেছিলেন ইতালির স্বাস্থ্যব্যবস্থা থেকে সদ্য অবসর নেওয়া একদল ডাক্তার বন্ধু, যাঁরা আমাদের মতো বিক্রির লোকদের এটা শোনাতেন হাসানোর

জন্য, আর জানিয়ে দেওয়ার জন্য যে তাঁদেরও নিজস্ব গল্প আছে।

এমন এক কাহিনি, যাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে উঠোনের গল্প বলেই মনে করি, সেই সব তেতো রসিকতার একটা, যা ডাক্তাররা নিজেরাই অন্য ডাক্তারদের নিয়ে করতেন — অদ্ভুত আর বিচিত্র এক জাত, যাদের হাতে আমি আজ আর আমার বেড়ালের দেখাশোনাটুকুও ছাড়ব না।

আমি এটা লিখে রাখছি রায় হিসেবে নয়, একটা ছবি হিসেবে — যে চিকিৎসাকে সাধারণ মানুষ আর নিজেদের বলে মনে করত না, তার বিরুদ্ধে তারা ইতিমধ্যে কতখানি অবিশ্বাস জমিয়ে ফেলেছিল, তারই ছবি।

গল্পটা বলা হত এভাবে। তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ — যিনি পুরোনো শাসনামলেও কাজ করেছেন — বললেন, নতুন ডাক্তার কীভাবে বাহুতে হয় তা তিনি বুঝিয়ে দেবেন, তাঁর ভাষায় তিন সংখ্যার নীতি দিয়ে।

এমন ডাক্তার পেলে যে অনেক বোঝে, তাকে পাঠাও সাধারণ চিকিৎসায়: সেখানে অভিজ্ঞতা দিয়ে বেশির ভাগ প্রশ্নের জবাব সে একাই দিয়ে দেবে।

মাঝারিদের পেলে, যারা সক্ষম কিন্তু তুখোড় নয়, তাদের বসাও অপারেশন থিয়েটারে: তাতে কেটে খোলার পর ভেতরে কী পাওয়া গেল তা তারা দেখবে, আর সেটা ঠিক করতে শিখবে।

আর যারা কম বোঝে, কিংবা যারা আসে রাজনৈতিক দলের আর নিয়োগ-তালিকার সুপারিশ নিয়ে, তাদের দাও সেই সব কাজ, যেখানে — নিষ্ঠুর রসিকতাটা এমনই ছিল — তাদের হয়ে প্রায় সব কাজটা প্রকৃতিকেই করতে দেওয়া হয়।

ওটা অবশ্য ছিল উঠোনের সংস্করণ। আর সব উঠোনের গল্পের মতোই এটা ডাক্তারদের সম্পর্কে যত না বলে, তার চেয়ে বেশি বলে যারা গল্পটা বলত তাদের সম্পর্কে: তাদের ভরসা কত সামান্য অবশিষ্ট ছিল।

আর এভাবেই ক্লিনিকের জন্ম। তার আসল অভিজ্ঞতা হল রোগীদের; আর সে কথা বলল শুধু জীবিতরা — যাদের কপাল ভালো ছিল তারা, দুর্ভাগ্য যাদের ছুঁয়েছিল তারা নয়। আর যখন সবকিছু খারাপের দিকে গড়াল, তখন উত্তরের ক্লিনিক — যেকোনো দেশের উত্তরের — হয়ে দাঁড়াল ভালো দিকটার প্রতীক: কারণ উত্তর বরাবরই মনে করিয়ে দেয় সম্পদ আর শিল্পের কথা, আর সেখানে চিকিৎসার জন্য টাকা দিলে মনে হয় চিকিৎসাটা বুঝি ভালো।

তারপর অপরাধী মানসিক রোগীদের পাগলাগারদগুলো বন্ধ করে দেওয়া হল, আর জন্ম নিল মনোরোগ ক্লিনিক — পরে যেগুলোকে স্নায়ুর রোগের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। তখন আর শুধু সনদ পাওয়া পাগলদেরই চিকিৎসা হত না, অন্য রোগেরও হত।

II. উপসংহার

ক্লিনিক একটা ভবন। যত্নশীল সমাজ তার চেয়ে বেশি কিছু।

III. লেখকের পাতা

এই লেখা কারও ফরমায়েশে লেখা হয়নি।

এটি বিক্রি করা হয়নি।

বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে এটি তৈরি হয়নি।

এটি লেখা হয়েছে পুনর্বাসনের, মানুষের মর্যাদার আর মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মূল্যের সাক্ষ্য দিতে।

একমাত্র যে পারিশ্রমিক চাওয়া হয়েছে, তা প্রতীকী এক ডলার — কাজের দাম হিসেবে নয়, বরং যত্ন, আশা
আর দায়িত্বের সংস্কৃতির প্রতি যৌথ অঙ্গীকারের নিদর্শন হিসেবে।

ফের্দিনান্দো